১

দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র

১। শ্রদ্ধেয় দিওগ্নেতোস [ক], যেহেতু আমি লক্ষ করলাম যে, আপনি খ্রীষ্টানদের ধর্ম সম্পর্কে অবগত হবার জন্য গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ও তাদের সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলি রাখছেন, যথা : কে-ই বা সেই ঈশ্বর যাঁর উপর তারা ভরসা রাখে [খ] এবং তাঁর প্রতি তাদের উপাসনা কী রূপ, যার ফলে তারা সবাই এ জগৎসংসার মূল্যহীন মনে করে ও মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে এবং গ্রীকদের ধারণায় যেগুলো দেবতা, সেগুলোকে তা-ই বলে গণ্য করে না, ইহুদীদের কুসংস্কারও পালন করে না [গ] ; আবার যেহেতু আপনি জানতে চান, একে অপরের প্রতি তাদের যে ভালবাসা তা আসলে কী [ঘ], এবং এ নতুন

'দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র' নামে পরিচিত এই লেখা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। লেখকের নামও জানি না, যাকে উদ্দেশ করে পত্রটি লেখা হয়েছিল সেই দিওগ্নেতোসের সম্পর্কেও কিছু জানি না। একথাই মাত্র সমর্থন করা যায়, পত্রটি খ্রীষ্টান নয় এমন শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল, সম্ভবত ১২৭ খ্রীষ্টাব্দে। বস্তুতপক্ষে পত্রটির আলোচ্য বিষয় সেই সকল লেখার সঙ্গে গভীর মিল রাখে যে লেখাগুলো অখ্রীষ্টানদের সামনে খ্রীষ্টধর্মের পক্ষসমর্থন করত ; একারণেই দিওগ্নেতোসের কাছে পত্রের মত এ সকল লেখা 'খ্রীষ্টধর্মের পক্ষসমর্থক লেখা' বলে অভিহিত।

উল্লিখিত লেখাগুলোর রচনা-পদ্ধতি অনুসারে এ পত্রটির সূচনা প্রতিমাপূজার অসঙ্গতি প্রমাণ করে (১–২ অধ্যায়) এবং ইহুদীধর্মের অযৌক্তিকতা তুলে ধরে (৩–৪ অধ্যায়)। তারপর খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (৫ম অধ্যায়), জগতের মধ্যে তাদের ভূমিকা (৬ষ্ঠ অধ্যায়) ও খ্রীষ্টবিশ্বাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয় (৭–৮ অধ্যায়)। শেষে পত্রটি বর্ণনা করে সেই সকল আত্মিক উপকার যা খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ লাভ করে (১০ম অধ্যায়)।

সকলের স্বীকৃতি, ৫–৯ অধ্যায়গুলিতেই পত্রটির সারমর্ম অনুধাবিত হয়, এমনকি সেই অধ্যায়গুলিতেই ঈশ্বরের প্রতি লেখকের গভীর বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তি এবং তার শিল্প-নৈপুণ্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।

পত্রটির সমাপ্তি (১১–১২ অধ্যায়) যীশুখ্রীষ্টের দেহধারণের ফল বর্ণনা করে—মানবজাতির ইতিহাস যীশুতে পূর্ণতা লাভ করে।

অবশেষে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা একাধিক বার এ পত্রটির কয়েকটি অংশ উল্লেখ করেছে (খ্রীষ্টমণ্ডলী ৩৮; ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ৪; অখ্রীষ্টানদের কাছে বাণীপ্রচার ১৫)।

(ক) 'দিওগ্নেতোস' নামের অর্থই (প্রাচীন গ্রীক দেবাদিদেব) জিউজ্-এর সন্তান। সেকালে নামটি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

(খ) সেসময় রোম সাম্রাজ্যে এমন বহু বহু ধর্ম প্রচলিত ছিল যেগুলো উপাসনাকালে ভক্তদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। পৌত্তলিকদের পক্ষে খ্রীষ্টধর্মকে সেগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা সহজ ছিল বলে লেখক খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্পণ করতে সচেষ্ট।

(গ) সেসময় ধর্মপালন ব্যক্তিগত নয় বরং সমাজগতই ব্যাপার ছিল, এমনকি ধর্মপালন-ই ছিল সামাজিকতার ভিত্তি।

(ঘ) খ্রীষ্টীয় ভালবাসাই সেকালের পৌত্তলিক পাশ্চাত্য জগৎকে খ্রীষ্টীয় জগতে রূপান্তরিত করেছিল।

জাতি বা জীবনধারণ কেনই বা পূর্বে নয় বরং শুধু এখন আবির্ভূত হয়েছে, সেজন্য আপনার এই আগ্রহ আমি সত্যি প্রশংসা করি, এবং সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের বলবার ও শুনবার ক্ষমতা মঞ্জুর করেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এমনভাবে কথা বলার শক্তি দেন যেন আমাকে শুনলে আপনার যথাসাধ্য উপকার হয়, এবং তিনি যেন আপনাকে এমনভাবে শোনার শক্তি দেন যেন এর জন্য আমাকে দুঃখ না পেতে হয়।

২। সুতরাং আসুন, যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আপনার মন দখল করে তা থেকে নিজেকে শোধন করুন; যত প্রথা-অভ্যাস আপনাকে প্রতারণা করে[ক] তা দূর করে দিন, এবং আগাগোড়াই এক নতুন মানুষ হয়ে উঠুন: আপনি নিজে যেমন স্বীকার করেছেন, আপনাকে এমন মানুষেরই মত হতে হবে যে নতুন এক বাণী শুনতে উদ্যত। তারপর শুধু চোখ দিয়ে নয় বরং সুবুদ্ধির সঙ্গেও লক্ষ করুন, আপনারা যা দেবতা বলে অভিহিত করেন ও তা-ই মনে করেন সেই সমস্ত কিছু কোন্ প্রকৃতি ও কোন্ রূপের অধিকারী।

[২] প্রকৃতপক্ষে একটা দেবতা কি এক পাথর নয় ঠিক সেই পাথরের মত যার উপর দিয়ে আমরা হাঁটি? আর একটা কি ব্রোঞ্জ মাত্র নয়? এমনকি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা পাত্রগুলোর তুলনায় তত ভালোও নয়! আর একটা কি কাঠ মাত্র নয়? আর হয় তো এমন কাঠ যা ইতিমধ্যে পঁচেই গেছে! আর একটা কি রুপো মাত্র নয় যা রক্ষার জন্য একটি লোক দরকার যাতে চুরি না হয়?[খ] আর একটা কি লোহা মাত্র নয়? তাতে তো মরচে পড়ে! আর একটা কি মাটি মাত্র নয় যা হীন কাজের জন্য ব্যবহৃত মাটির চেয়ে একবিন্দুও ভাল নয়?[গ] [৩] এই সমস্ত বস্তু কি ক্ষয়শীল পদার্থের তৈরী নয়? এগুলো কি লোহা ও আগুন দিয়ে ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু নয়? আসলে এগুলোকে কি ভাস্কর, ঢালাইকর, রূপকার বা কুমোর গড়েনি? কারিগরদের কাজ দ্বারা এ বর্তমান আকারে গঠিত হবার আগে এগুলোর এক একটার জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব ছিল না? এমনকি এখনও এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আকার কি দেওয়া যায় না? আর আমাদের বর্তমান থালা-বাটি যখন একই পদার্থের তৈরী তখন —সেই কারিগরেরা ইচ্ছা করলে— সেই দেবতাদের মত কি হতে পারবে না? [৪] একই প্রকারে, এখন যা আপনাদের পূজার বস্তু, সেই সবকিছু কি মানুষের দ্বারা অন্যান্য ঘটি-বাটির মত সাধারণ দ্রব্যাদিতে পরিণত করা যাবে না? এই সমস্ত কিছু কি বোবা, কালা, প্রাণহীন, অনুভূতিহীন, গতিবিহীন নয়? এই সমস্ত কিছু কি পচনশীল ও ক্ষয়শীল নয়? [৫] এগুলোকে আপনারা দেবতাই বলেন, এগুলোর আরাধনা ও পূজাই করেন, এবং পরিশেষে নিজেদের এগুলোর সদৃশ করেন[ঘ]।

(ক) খ্রীষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করার ব্যাপারে পৌত্তলিকদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হত। আর প্রাচীন জীবনধারার প্রথা-অভ্যাস বিসর্জন দেওয়াই প্রধান প্রধান বাধার অন্যতম ছিল।

(খ) প্রজ্ঞা ১৩:১০। লক্ষণীয় বিষয়: লেখক গভীর ও দার্শনিক ধরনের ধারণার উপর নির্ভর না করে উপহাস-ভঙ্গি প্রয়োগ করেই বরং নিজ যুক্তি উপস্থাপন করেন।

(গ) প্রজ্ঞা ১৫:৭।

(ঘ) সাম ১১৫:৮।

[৬] অথচ খ্রীষ্টান যারা তারা এগুলোকে ঈশ্বর বলে মানে না বিধায় আপনারা তাদের ঘৃণা করেন!

[৭] আর আপনারা এগুলোকে যথাযথ প্রশংসা করছেন মনে করলেও আসলে আমাদের চেয়ে আপনারাই কি তাদের বেশি অবজ্ঞা করেন না? আর যখন আপনারা পাথর ও মাটির তৈরী প্রতিমা অরক্ষিতই রাখেন কিন্তু যেগুলো রুপো ও সোনার তৈরী যেন চুরি না হয় রাতে তাদের আটকানোই রাখেন ও দিনমানে তাদের রক্ষার জন্য প্রহরীদের নিযুক্ত করেন, তখন কি আমাদের চেয়ে আপনারাই তাদের বেশি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেন না? [৮] তাছাড়া আপনারা তাদের যে সম্মান দেখাচ্ছেন মনে করেন, তাদের যদি বোধ-চেতনা থাকত, তবে আপনাদের সম্মান তাদের কাছে সম্মান নয়, শাস্তিই হত। অথচ তাদের যে বোধ-চেতনা নেই, আপনারাই পশুদের রক্ত ও দগ্ধ তেল দিয়ে তাদের পূজা করায় তা প্রকাশ করেন। [৯] আপনাদের একজন এ সমস্ত ভোগ করুন! এ ধরনের সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হোন তিনি! কিন্তু এমন কেউ নেই যে স্বেচ্ছায় এ শাস্তি ভোগ করবে, কেননা মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞান আছে! অপরদিকে পাথর এসব কিছু সহ্য করে যেহেতু পাথর অনুভূতিবিহীন। তাই আপনারা নিজেরাই প্রতিমার অনুভূতি মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন।

[১০] খ্রীষ্টান যারা, তারা যে এ ধরনের দেবতাদের অধীনস্থ থাকতে চায় না এসম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু যা বলে এসেছি তা যদি কেউ যথেষ্ট বোধ না করে তবে আমি এবিষয়ে আরও কথা বলা বৃথাই মনে করি।

৩। এরপর, আমি মনে করি, আপনি একথাই বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছুক যথা, খ্রীষ্টান যারা, কেনই বা তারা ইহুদীদের মত ধর্মোপাসনা করে না। [২] আসলে, যখন ইহুদীরা প্রতিমাপূজা অস্বীকার ক'রে একেশ্বরকেই শুধু উপাসনা করে এবং তাঁকে সৃষ্টবস্তুর প্রভু বলে মেনে নেয়, তখন ঠিকই করে। তবুও এতেই তাদের ভুল যে, পৌত্তলিকদের মতই তারা তাঁর উপাসনা করে। [৩] যেমন গ্রীকেরা অনুভূতিবিহীন ও অসার প্রতিমা পূজা করায় নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়, তেমনি ইহুদীরা যখন মনে করে যে ঈশ্বরের কাছে তারা যে বলি উৎসর্গ করে তাঁর পক্ষে তা সত্যিই প্রয়োজন, তখন তারাও দৈবসম্মান নয়, বোকামিই করে। [৪] বস্তুতপক্ষে, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সমস্তই সৃষ্টি করেছেন [ক] ও আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দেন [খ], তাঁর পক্ষে সেই সবকিছুর প্রয়োজন নেই। [৫] এমনকি, যারা

(ক) যাত্রা ২০:১১; সাম ১৪৬:৬; শিষ্য ১৪:৫। যে শাস্ত্র ইহুদী যজ্ঞ-ব্যবস্থা অবশ্যপালনীয় বলে নির্দেশ করে, সেই শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই যজ্ঞ-ব্যবস্থা সমালোচনা করা-ই কুম্রান-স্থিত সেকালের ইহুদী একটা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। লেখক ঠিক তাদের যুক্তিই এখানে প্রয়োগ করেন।
একথাও স্মরণযোগ্য যে, এই পত্র লেখা-কালে ইহুদীরা আর কোন যজ্ঞ নিবেদন করতে পারত না যেহেতু যেরুসালেমের মন্দির রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। সুতরাং লেখক কেবল ইহুদীধর্ম নয়, যে সকল ধর্ম যজ্ঞ-ব্যবস্থা সমর্থন করে, সেই সকল ধর্ম উদ্দেশ করেই কথা বলেন।
(খ) শিষ্য ১৭:২৪-২৫।

মনে করে তারাই এ সবকিছু তাঁকে দান করছে, তিনিই আসলে সেই সবকিছু তাদের দান করেন। যারা মনে করে যে, পশুদের রক্ত ও দগ্ধ তেলের নৈবেদ্য বা পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে তারা ঈশ্বরকে সম্মান দেখায়, আমার মনে হয় যে ইন্দ্রিয়শূন্য প্রতিমার কাছে যারা একই ধরনের সম্মান দেখায় এদের তুলনায় তারা তত পৃথক নয়। গ্রীকেরা এমন দেবতাদের পূজা করে যেগুলো সেই পূজা গ্রহণ করতে অক্ষম, আর ইহুদীরা এমন ঈশ্বরের কাছে উপাসনা-কর্ম নিবেদন করে যাঁর কোন পূজনকর্ম প্রয়োজন নেই।

৪। তাছাড়া, [শুচি-অশুচি] খাদ্যের বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের সাব্বাৎ-পালনের কুসংস্কার, পরিচ্ছেদনের বিষয়ে তাদের গর্ব, এবং তাদের উপবাস ও অমাবস্যার কৃত্রিম পালন-রীতি সম্বন্ধে যে আপনি অবগত হতে ইচ্ছা করেন তা আমি মনে করি না। আসলে এসব কিছু উপহাসের বস্তু, আলোচনার যোগ্য নয়। [২] কেননা মানুষের উপকারের জন্য ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর কয়েকটা মঙ্গলকর বলে গ্রহণ করা ও অন্যগুলো নিষ্প্রয়োজন ও অমঙ্গলকর বলে অগ্রাহ্য করা, এ কি অন্যায় নয়? [৩] এবং সাব্বাৎ-দিনে মঙ্গলকর যে কোন কাজ করতে ঈশ্বরই নিষেধ করেছেন এমন মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করাই কি ঈশ্বরনিন্দা নয়?[ক] [৪] আর দেহের অঙ্গহানির বিষয়ে [খ] গর্ব করা—ঠিক যেন সেই পরিচ্ছেদন মনোনয়নেরই ও ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসারই চিহ্ন হয়—সেটাও কি তামাশার ব্যাপার নয়? [৫] আবার, মাস ও দিন গণনা করার জন্য ও ঈশ্বরনিরূপিত ঋতুচক্রকে খামখেয়ালি নিয়ম অনুসারে পর্বোৎসব কিংবা শোকের দিনের মধ্যে নির্ণয় করার জন্য গ্রহ ও চাঁদের দিকে অবিরতই লক্ষ করে থাকা [গ], এমন কেউ কি থাকতে পারে যে এ ধরনের ব্যবহার ধর্মপ্রাণতার চেয়ে নির্বুদ্ধিতারই স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করবে না?

[৬] খ্রীষ্টান যারা, তারা যে কত না সঙ্গতভাবে পৌত্তলিকদের ভ্রান্তিপূর্ণ মায়া ও ইহুদীদের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন পালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিব্যস্ততা ও গর্ব থেকে বিরত থাকে, একথা আমি মনে করি আপনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তবু আপনি যেন মনে না করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের রহস্য [ঘ] কেবল মানুষের মধ্য দিয়েই শিখতে পারবেন।

৫। খ্রীষ্টানেরা অন্যান্য লোক থেকে দেশ, ভাষা বা ঐতিহ্যের জন্য পৃথক নয়। [২] বাস্তবিকই তারা নিজস্ব শহরে বাস করে না, বিশেষ ধরনের পরিভাষাও ব্যবহার

(ক) মথি ১২:১০-১৫।
(খ) 'দেহের অঙ্গহানি', অর্থাৎ সেই ইহুদী পরিচ্ছেদন ব্যবস্থা যা ইহুদী নয় যারা, তাদের কাছে ঘৃণ্যই এক ব্যবস্থা বলে গণ্য ছিল।
(গ) ইহুদী পর্বদিনগুলো তখনও শুরু হত যখন আকাশে তিনটে তারা দেখা যেতে পারত।
(ঘ) পৌত্তলিকদের কাছে 'রহস্য' কথাটা রহস্যময় কোন এক ধর্মের দীক্ষার দিকে অঙুলি নির্দেশ করত। লেখক কিন্তু প্রেরিতদূত পলের ব্যবহৃত অর্থ অনুসারেই কথাটা উপস্থাপন করেন। সেই অনুসারে 'রহস্য' হল ঈশ্বরের সেই গুপ্ত পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা যা তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন।

করে না, এবং অস্বাভাবিক ধরনের জীবনও ধারণ করে না [ক]। [৩] তাদের ধর্মতত্ত্ব নতুনত্ব-প্রবণ কোনও মানুষের চিন্তা ও গবেষণার ফল নয়, এবং অন্য কয়েকজনের মত তারা মানবীয় কোনও বিশেষ দর্শনবাদের উপর নির্ভরশীল নয়। [৪] অথচ এক একজনের ভাগ্য অনুসারে তারা গ্রীক ও বর্বর শহরগুলিতে বসবাস করলেও এবং পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য মেনে চললেও তারা এতই চমৎকার সামাজিক জীবন অবলম্বন করে, যা সকলের আদর্শ; এমনকি—সকলের স্বীকৃতিতে—সত্যই অসাধারণ জীবন। [৫] নিজ নিজ মাতৃভূমিতে বাস করে তারা, কিন্তু প্রবাসীর মত। নাগরিক হিসাবে তারা সামাজিক জীবনে অংশ নেয়, আবার বিদেশী হিসাবে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে বহন করে। যে কোন দেশ তাদের কাছে মাতৃভূমি, এবং যে কোন মাতৃভূমি তাদের কাছে বিদেশ। [৬] সকলের মত তারাও বিবাহ করে ও সন্তানদের জন্ম দেয়, কিন্তু তাদের শিশুদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না; [৭] ভোজসভা সকলের জন্য এক, কিন্তু শয্যা আলাদা [খ]। [৮] তারা রক্তমাংসের মানুষ বটে, কিন্তু মাংসের বশে জীবনযাপন করে না [গ]; [৯] এই মর্তলোকে দিন কাটায় বটে, কিন্তু স্বর্গলোকেরই নাগরিক তারা [ঘ]; [১০] তারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন পালন করে বটে, কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণে তারা সেই সমস্ত নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে। [১১] তারা সকলকে ভালবাসে, আর সকলে তাদের নির্যাতনই করে। [১২] তারা অপরিচিত, অথচ তাদের দণ্ডিত করা হয়; তাদের নিহত করা হয়, কিন্তু এতে তারা জীবনই পায়। [১৩] তারা নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করে; তাদের সবকিছুরই অভাব, অথচ সবকিছুতে উপচে পড়ে [ঙ]। [১৪] তাদের অসম্মান করা হয়, অথচ সেই অসম্মানে তাদের গৌরবই প্রকাশ পায়। তাদের নিন্দা করা হয়, অথচ এতে তাদের ধর্মময়তাই প্রতিপন্ন হয়। [১৫] তাদের অপমান করা হয়, আর তারা আশীর্বাদ করে [চ]; তাদের অবমাননা করা হয়, আর তারা সকলের কাছে সম্মানই প্রদর্শন করে। [১৬] সকলের উপকার করলেও তারা দুর্জনের মত দণ্ডিত, কিন্তু দণ্ডিত হয়েও আনন্দই করে, কেমন যেন জীবনই তাদের দেওয়া হয় [ছ]। [১৭] ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের বিরুদ্ধেই যেন সংগ্রাম করে, এবং গ্রীকেরা তাদের নির্যাতন করে; কিন্তু যারা তাদের ঘৃণা করে, তারা নিজেরা তেমন শত্রুতার কারণ বলতে পারে না।

(ক) সেইকালে এক একটা ধর্ম বিশেষ একটা জাতির সঙ্গে জড়িত ছিল। তেমন পরিস্থিতিতে লেখকের প্রদর্শিত খ্রীষ্টধর্মের সার্বজনীনতা এমন অপূর্ব নবীনতা এনে দিত যা সেই পরিস্থিতি কাঁপিয়ে তুলত।

(খ) খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী যারা, তারা খ্রীষ্টোপাসনাদি সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটাত। লেখক স্পষ্টই বলেন যে তেমন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(গ) ২ করি ১০:৩; রো ৮:১২-১৩।

(ঘ) ফিলি ৩:১৮-২০।

(ঙ) ২ করি ৬:৯-১০।

(চ) ১ করি ৪:১২।

(ছ) ২ করি ৬:১০।

৬। সংক্ষেপে বলতে গিয়ে, মানবদেহে আত্মার যে ভূমিকা, জগতে খ্রীষ্টানদের সেই একই ভূমিকা : [২] আত্মা দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতের সমস্ত শহরে বিস্তৃত। [৩] কিন্তু, দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও আত্মা দেহের নয় ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতে বাস করলেও তবু জগতের নয় [ক]। [৪] অদৃশ্য আত্মা দৃশ্যমান দেহের মধ্যে কারারুদ্ধ ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতে দৃশ্যমান, কিন্তু তাদের প্রকৃত উপাসনা অদৃশ্য হয়ে থাকে। [৫] আত্মা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দেহ আত্মাকে ঘৃণা করে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়লালসা মেটানোর সুখভোগ করায় তাকে বাধা দেয়। তেমনি জগৎ আঘাতগ্রস্ত না হলেও খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়লালসা মেটাতে তারা তাকে বাধা দেয় ব'লে [খ]। [৬] দেহ আত্মাকে ঘৃণা করলেও আত্মা দেহকে আর তার অঙ্গগুলিকে ভালবাসে ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা, তাদের যারা ঘৃণা করে, তাদের ভালবাসে [গ]। [৭] আত্মা দেহের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে-ই দেহের নির্ভর ; তেমনি খ্রীষ্টানেরাও একটা কারাগারের মত এজগতে আবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু তারাই জগতের নির্ভর। [৮] অমর আত্মা মরণশীল তাঁবুতে বসবাস করে [ঘ] ; তেমনি প্রবাসীর মত খ্রীষ্টানেরাও ক্ষয়শীল বস্তুর মধ্যে বসবাস করে, আর সেই অক্ষয়শীলতার প্রতীক্ষা করে, স্বর্গলোকেই যার অবস্থান [ঙ]। [৯] খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কষ্ট দিলে আত্মার উন্নতি হয় ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা অত্যাচারিত হলেও তবু তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। [১০] ঈশ্বর তাদের এমন মহান স্থানেই নিযুক্ত করেছেন [চ], যা পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে আদৌ সমুচিত নয়।

৭। যেমন বলেছি, তাদের কাছে যা সম্প্রদান করা হয়েছে তা জাগতিক ধরনের একটি আবিষ্কার নয় ; তারা যা সযত্নে রক্ষা করে তাও নশ্বর কোন নতুনত্ব নয়, আর তাদের কাছে যা ন্যস্ত করা হয়েছে তাও মানবীয় বাহ্যিক কোন ব্যবস্থা নয়। [২] বরং যিনি সত্যই সর্বশক্তিমান, জগৎস্রষ্টা অদৃশ্যমান পরমেশ্বর যিনি, স্বয়ং তিনিই তাঁর আপন সত্য, তাঁর সেই পরমপবিত্র বোধাতীত বাণীকে স্বর্গ থেকে মানবের মাঝে অবতরণ করিয়েছেন ও তাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন। আর—যেমন কেউ কেউ মনে করতে পারে—তিনি যে এই পরিকল্পনা সাধন করেছেন তাঁর একজন পরিষদ বা স্বর্গদূত কিংবা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে নিযুক্ত কোন দায়িত্বসম্পন্ন গণপ্রধানকে প্রেরণ ক'রে এমন নয়। বরং যাঁর দ্বারা তিনি স্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁর দ্বারা সমুদ্র সমুদ্রতীরে সীমাবদ্ধ করেছিলেন, যাঁর রহস্যময় বিধিসকল যাবতীয় বস্তু দ্বারা

(ক) যোহন ১৭:১১,১৪।
(খ) যোহন ১৫:১৮-১৯।
(গ) মথি ৫:৪৪; লুক ৬:২৭।
(ঘ) প্রজ্ঞা ৯:১৫; ২ করি ৫:১; ১ পিতর ১:১৩-১৪।
(ঙ) ১ করি ১৫:৫৩।
(চ) নির্যাতন ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন বলেই পরিলক্ষিত, আর তেমন পরিকল্পনা-বাস্তবায়নে সাক্ষ্যমরদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বস্তভাবে সংরক্ষিত, সেই স্বয়ং বিশ্বকর্মা ও বিশ্বনির্মাতা যাঁরই কাছে সূর্য পেয়েছে তার দৈনিক গতিমাত্রা, যাঁর আদেশেই নিশীথে আলো দিয়ে চন্দ্র হয় বাধ্য, যাঁরই কাছে বাধ্য হয় নক্ষত্ররাজি চন্দ্রের ভ্রমণে শোভাযাত্রা ক'রে, স্বর্গ ও স্বর্গের যত কিছু, পৃথিবী ও পৃথিবীর যত বস্তু, সমুদ্র ও সমুদ্রের যত জীব; অগ্নি বায়ু রসাতল; ঊর্ধ্বস্থিত অধঃস্থিত মধ্যস্থিত যত কিছু, সবই যাঁর দ্বারা হল নিরূপিত, সুবিন্যস্ত ও বশীভূত[ক]— তাঁকেই তাদের কাছে তিনি প্রেরণ করলেন![খ] ৩ হ্যাঁ, ঠিক তাই! কিন্তু তবুও—কেউ কেউ যেমন মনে করতে পারে—তিনি কি মানুষকে অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শন বা আঘাত করতেই তাঁকে প্রেরণ করলেন? ৪ কখনও না! বরং বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গেই তাঁকে প্রেরণ করলেন; রাজা যেমন রাজপুত্রকে প্রেরণ করেন, তেমনিই তিনি ঈশ্বররূপে, মানুষদের মাঝে মানুষরূপেই তাঁকে প্রেরণ করলেন[গ]। তাঁকে প্রেরণ করে তিনি কেমন যেন পরিত্রাণ সাধন করছিলেন ও সনির্বন্ধ আবেদনই জানাচ্ছিলেন, বল প্রয়োগ করছিলেন এমন নয়, কেননা বল প্রয়োগ ঈশ্বরকে মানায় না। ৫ তাঁকে প্রেরণ করে তিনি কেমন যেন মানুষকে আহ্বান করছিলেন, শাস্তি দিচ্ছিলেন এমন নয়; বিচার করছিলেন তাও নয় বরং ভালইবাসছিলেন। ৬ একদিন অবশ্যই বিচারকর্তারূপে তাঁকে প্রেরণ করবেন। আর সেইদিন কেই বা তাঁর পুনরাগমন সহ্য করতে পারবে?[ঘ]

……[ঙ]

৭ আপনি এ কি লক্ষ করছেন না যে, প্রভুকে যাতে অস্বীকার করে খ্রীষ্টানেরা হিংস্র পশুদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, ৮ তাদের যত বেশি দন্ডিত করা হয় তারা তত বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়? ৯ এ সমস্ত কিছু মানুষের কাজের ফল বলে মনে হচ্ছে না, বরং ঈশ্বরের শক্তির ফল, এমনকি এ তাঁর উপস্থিতিরই প্রমাণ[চ]।

৮। তিনি আসবার পূর্বে মানুষের মধ্যে কেই বা জানত ঈশ্বর কী? ২ তাই আপনি কি গর্বে স্ফীত সেই দার্শনিকদের অসার ও নির্বোধ উক্তি বিশ্বাস করবেন? তারা কেউ কেউ বলত, অগ্নিই ঈশ্বর—ঈশ্বরকে তাই মনে করে বলে তারা সে অগ্নিতে চিরকালেই থাকবে! অন্য কেউ বলত, জলই ঈশ্বর, আর কেউ আবার বলত, তাঁর নিজেরই সৃষ্টবস্তুগুলির মধ্যে একটাই নাকি ঈশ্বর[ছ]। ৩ আচ্ছা, তাদের এ সমস্ত যুক্তির

(ক) ১ করি ১৫:২৭-২৮; এফে ১:২২; ফিলি ৩:২১; হিব্রু ২:৮।

(খ) লেখক সেকালের দর্শনের কথার উপর নির্ভর ক'রে খ্রীষ্টবিশ্বাসের মূল রহস্য এমনভাবে ব্যক্ত করেন যাতে যে মানুষ প্রাক্তন সন্ধির কথা অবগত নয়, সেও কথাটা উপলব্ধি করতে পারে।

(গ) মথি ২১:৩৭। লক্ষণীয় ত্রিত্ব-রহস্য সংক্রান্ত একটা আভাস: পিতা পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

(ঘ) মালাখি ৩:২।

(ঙ) এখানে পাণ্ডুলিপির একটা অংশ সম্ভবত হারিয়ে গেছে।

(চ) খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে সাক্ষ্যমরণ এমন আশ্চর্য কাজ যা সাক্ষ্যমরের অন্তরে খ্রীষ্টের উপস্থিতি প্রমাণ করে। বচনের অর্থ আবার এটি হতে পারে: অন্তিমকালে খ্রীষ্ট বিচারকরূপে এসে উপস্থিত হবেন।

(ছ) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে তালেতিস বলতেন জলই ঈশ্বর, আনাসিমান্দার বলতেন অনির্দিষ্ট একটা পদার্থই ঈশ্বর, আনাসিমেনেস বলতেন হাওয়াই ঈশ্বর, এরাক্লিতস বলতেন অগ্নিই ঈশ্বর।

যে কোন একটা যদি গ্রহণযোগ্য হত তবে সেটাকে ভিত্তি করে একথা সমর্থন করা যেতে পারবে যে, এক একটা করে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুই ঈশ্বর। ৪ কিন্তু এসব কিছু যাদুকরদের প্রতারণা ও বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৫ কেননা কোন মানুষ ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি, জানেওনি; বরং তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ৬ তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছেন [ক], আর শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে [খ]।

৭ সুতরাং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু সেই পরমেশ্বর আমাদের প্রতি স্নেহশীল শুধু নয়, ধৈর্যশীলও হলেন। ৮ আর সত্যি তিনি তা-ই ছিলেন, তা-ই আছেন আর চিরকাল ধরে তা-ই হয়ে থাকবেন—দয়াবান, মঙ্গলময়, ক্রোধমুক্ত, সত্যময়; কেবল তিনিই মঙ্গলময় [গ]। ৯ তিনি অপূর্ব ও অনির্বচনীয় একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, তবু তিনি শুধু তাঁর পুত্রের কাছে তা জানিয়েছিলেন। ১০ অতএব যতদিন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ সঙ্কল্প আবৃত করে রেখেছিলেন, ততদিন মানুষের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমাদের উপেক্ষাই করেন, যেন আমাদের জন্য তাঁর চিন্তাটুকুও নেই। ১১ কিন্তু আদি থেকে তিনি যা যা নিরূপণ করেছিলেন, যখন তাঁর প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে সেই সবকিছু প্রকাশ ও ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি সে সকল দান আমাদের একভাবেই উপভোগ করতে, দেখতে ও জানতে দিলেন। আমাদের কেউ কি এ সমস্ত কিছু প্রত্যাশা করতে পারত? [ঘ]

৯। তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে এ সবকিছু নিরূপণ করার পর তিনি দেহধারণ-কাল পর্যন্ত এও ঘটতে দিলেন যে, বাসনা ও লালসায় আকৃষ্ট হয়ে [ঙ] আমরা ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা দ্বারা প্রণোদিত হই। আমাদের পাপাচরণে তিনি তো প্রীত ছিলেন না বটে, আমাদের শুধু সহ্যই করছিলেন [চ]। সেই অধর্মের কালে তাঁর সম্মতিও ছিল না বটে, বরং তিনি ইতিমধ্যে ধর্মময়তার কাল প্রস্তুত করছিলেন। এ সবকিছুর অর্থ, আমরা যেন আমাদের কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করে স্বীকার করতে পারতাম যে, সেইসময় আমরা জীবনের অযোগ্যই ছিলাম, আর এখন শুধু ঈশ্বরের কৃপায়ই সেই জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলাম। এবং ফলত আমরা যে একা হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, একথাও স্পষ্ট বুঝে আমরা যেন স্বীকার করতে পারতাম যে শুধু ঈশ্বরের মহাশক্তি গুণেই সেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে উঠলাম [ছ]।

(ক) যোহন ১:১৭।
(খ) রো ৩:২৫; এফে ৩:১৭।
(গ) মার্ক ১০:১৮।
(ঘ) এটিই খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃত রহস্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা যা তিনি অনাদিকাল থেকে প্রস্তুত করেছিলেন ও খ্রীষ্টে বাস্তবায়িত করেছেন।
(ঙ) তীত ৩:৩।
(চ) রো ১:২৪; ১১:৩২ দ্রঃ।
(ছ) এখানে পরিত্রাণদায়ী ঐশঅনুগ্রহের কথা ব্যক্ত: কেবল ঐশঅনুগ্রহ গুণেই চিরন্তন মুক্তি প্রাপ্য।

[২] কিন্তু যখন সেই অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হল আর সুস্পষ্ট হল যে, সেই অধর্মের প্রতিফল ছিল শাস্তি ও মৃত্যু, যখন অবশেষে সেই কালই উপস্থিত হল, যে কাল তাঁর প্রসন্নতা ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর পূর্বনিরূপণ করেছিলেন [ক],—আহা, ঈশ্বরের উদারতা ও ভালবাসা কতই না মহান!—তখন তিনি আমাদের ঘৃণা ও পরিত্যাগ করেননি, আমাদের অধর্মও মনে রাখেননি, বরং আমাদের প্রতি অসীম ধৈর্যশীল ও করুণাময় বলেই নিজেকে প্রকাশ করলেন: দয়ার বশে তিনি আমাদের সকল পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন ও আমাদের মুক্তিপণ হিসাবে [খ] তাঁর সেই নিজ পুত্রকে দান করলেন [গ], যিনি পাপীদের জন্য পরমপবিত্রজন, অপরাধীদের জন্য নিরপরাধীজন, অধার্মিকদের জন্য সেই ধর্মময় [ঘ], ক্ষয়শীলদের জন্য অক্ষয়শীলজন, মরণশীলদের জন্য অমরজন।
[৩] বস্তুত তাঁর সেই ধর্মময়তা ছাড়া আর কীবা আমাদের পাপরাশিকে আবৃত করতে পারত?[ঙ] [৪] ঈশ্বরের পুত্র ছাড়া আর কার্ দ্বারাই বা আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারতাম—আমরা যে পাপাচারী, আমরা যে অধর্মে লিপ্ত! আহা, কী মধুর বিনিময়!
[৫] আহা, কী অবর্ণনীয় ক্রিয়াকান্ড! কী অপ্রত্যাশিত উপকার! একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠের দ্বারা অনেকের অধর্ম মোচন করা হয়, এবং কয়েকজনের ধর্মময়তা অনেক পাপীকে ধর্মময় করে তোলে![চ] [৬] এভাবে, যিনি অতীতকালে আমাদের প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, জীবনলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের মানবীয় স্বরূপ অক্ষম এবং বর্তমানকালে আমাদের প্রকাশ করছেন সেই ত্রাণকর্তাকে যিনি সকলেরই পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম, তাঁরই ইচ্ছা, এ প্রমাণ দু'টোর খাতিরে আমরা যেন তাঁর উত্তম মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস রাখি এবং তাঁকে আমাদের পালক, পিতা, গুরু, পরামর্শদাতা ও চিকিৎসক, আমাদের জ্ঞান, আলো, সম্মান, গৌরব, শক্তি ও জীবন বলে গ্রহণ করি এবং বস্ত্র ও খাদ্যের জন্য যেন উদ্বিগ্ন না হয় পড়ি।

১০। আপনিও যদি এ বিশ্বাস লাভ করতে ইচ্ছা করেন তবে সর্বপ্রথমে পিতা যিনি তাঁকে জানতে চেষ্টা করুন, [২] কারণ ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসলেন[ছ]—তার জন্য জগৎ সৃষ্টি করলেন, তার কাছে বশীভূত করলেন পৃথিবীর যত কিছু, তাকে বাক্‌শক্তি ও জ্ঞান দান করলেন, শুধু তাকেই ঊর্ধ্বে তাঁর প্রতি চেয়ে দেখবার অধিকার দিলেন, নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন [জ], তার জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ

(ক) তীত ৩:৪-৫।
(খ) মার্ক ১০:৪৫ দ্রঃ।
(গ) রো ৮:৩২।
(ঘ) ১ পিতর ৩:১৮।
(ঙ) যাকোব ৫:২০।
(চ) রো ৫:১৮ দ্রঃ।
(ছ) যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:৯।
(জ) আদি ১:২৬-২৭।

করলেন [ক], তারই কাছে প্রতিশ্রুত হলেন সেই স্বর্গরাজ্য [খ] যা তাকেই দান করবেন তাঁকে যে ভালবাসে [গ]। ৩ আপনি যখন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবেন তখন কতই না আনন্দিত হতে পারবেন এবং তাঁকে কতই না ভালবাসবেন যিনি প্রথমে আপনাকে ভালবেসেছেন![ঘ] ৪ আর তাঁকে ভালবাসায় আপনি নিজে তাঁর মঙ্গলময়তার অনুকারী হবেন। মানুষ ঈশ্বরের অনুকারী হতে সক্ষম এতে বিস্মিত হবেন না: এ তাঁর ইচ্ছা বলেই মানুষ এতে সক্ষম। ৫ কেননা প্রতিবেশীর উপরে প্রভুত্ব চালানো বা পরের চেয়ে অধিক কিছুর অধিকারী হতে চেষ্টা করাই যে সুখ এমন নয়। ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে বা ছোটদের প্রতি অত্যাচারেও সুখ নেই। বস্তুত এসব কিছু করলে তবে কেউই ঈশ্বরের অনুকারী হতে পারে না; তেমন ব্যবহার তাঁর মাহাত্ম্য থেকে বহু দূরে! ৬ বরং যে কেউ প্রতিবেশীর বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয় [ঙ] ও নিজের চেয়ে দুর্ভাগারই সেবা করতে ইচ্ছুক, যে কেউ যা পেয়েছে তা অভাবগ্রস্তকে বিলি করে দেওয়ায় উপকৃতদের কাছে ঈশ্বরস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সে-ই ঈশ্বরের অনুকারী। ৭ তবেই, এ পৃথিবীতে থাকাকালেও, আপনি স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের দর্শন পেতে পারবেন; তবেই ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করবেন; তবেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চোখে তাদের দিকে তাকাবেন যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার না করার জন্য নিজেদের দন্ডিত হতে দেয়। আর যখন স্বর্গের সত্যকার জীবন জানবেন তখন আপনি জগতের ভুলভ্রান্তি ও প্রতারণা বিচার করবেন। মানুষ যা মৃত্যু মনে করে, আপনিও তা উপেক্ষা করবেন এবং সেই প্রকৃত ও আসল মৃত্যুকে ভয় করবেন যা চিরপীড়াদায়ক ও অনন্ত আগুনে দন্ডিতদের জন্য নিরূপিত। ৮ তেমন আগুন জানতে পেরে আপনি সেই শহীদদের শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন ও তাদের সুখী বলবেন যারা ন্যায়ধর্মের খাতিরে এ ক্ষণিকের আগুন সহ্য করে [চ]।

পরিশিষ্ট [ছ]

১১। আমার বক্তব্য অদ্ভুত নয়, আমার গবেষণাও অসঙ্গত নয়। বরং প্রেরিতদূতদের শিষ্য [জ] হয়ে আমি সর্বজাতির শিক্ষক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছি ও আমার কাছে সম্প্রদান করা শিক্ষা সত্যের নতুন শিষ্যদের কাছে বিশ্বস্তভাবে সম্প্রদান করছি।

(ক) ১ যোহন ৪:৯।
(খ) মথি ২৫:৩৪ দ্রঃ।
(গ) যাকোব ২:৫।
(ঘ) ১ যোহন ৪:১৯।
(ঙ) গালা ৬:২।
(চ) সাক্ষ্যমরণের গুণকীর্তন এবং অবিশ্বাসীদের জন্য চিরন্তন শাস্তি: গুরুত্বপূর্ণ এবিষয় দু'টোই পত্রের সমাপ্তি ঘোষণা করে।
(ছ) সকল ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, ১১ ও ১২ অধ্যায় প্রকৃতপক্ষে পত্রের অংশ নয়। কোন এক সময়, ভুলবশত, অজানা এক লেখকের লেখা এই পত্রে যোগ করা হয়েছে।
(জ) 'প্রেরিতদূতদের শিষ্য', ঠিক একথার জন্যই পত্রটি প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখা বলে গণ্য হল।

[২] যে নির্ভুল শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও নিজেকে বাণীর বন্ধু করেছে, সেই বাণী দ্বারা শিষ্যদের কাছে যা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল [ক], সে কি তা সম্পূর্ণরূপে শিখবার জন্য চেষ্টা করবে না? শিষ্যদের কাছেই বাণী নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন [খ] ও মুক্তকণ্ঠে কথা বলেছিলেন। বিশ্বাসী নয় যারা, তারা তাঁর কথা বুঝল না [গ], কিন্তু বিশ্বাসী বলে শিষ্যেরা তাঁর উপদেশগুলোর মাধ্যমে পিতার সকল রহস্যময় কথা জানতে পেরেছিলেন। [৩] পিতা জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই বাণীকে প্রেরণ করেছিলেন: [ইস্রায়েল] জাতি তাঁকে পরিত্যাগ করল, প্রেরিতদূতগণ তাঁর কথা ঘোষণা করলেন, বিজাতিরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল [ঘ]। [৪] তিনি আদি থেকে [ঙ] বিদ্যমান আছেন, নবীন বলে আবির্ভূত হয়েছেন [চ], আবার প্রাচীন বলে প্রতীয়মান হলেন, ও পবিত্রজনদের হৃদয়ের মধ্যে সদানবীন বলে জন্ম নেন [ছ]। [৫] তিনি অনাদি-অনন্ত, ও আজ পুত্র বলে স্বীকৃত [জ]। তাঁর দ্বারা মণ্ডলী ধনবতী হয়ে ওঠে, আবার তাঁর দ্বারা অনুগ্রহ সর্বস্থলে বিস্তারলাভ করে ও বিশ্বাসীদের অন্তর পূর্ণ করে। এভাবেই ঘটে জ্ঞান-সঞ্চার এবং নিগূঢ় সত্য ও ভাবীকালের কথার প্রকাশ। বিশ্বাসীদের মাঝে তিনি আনন্দ করেন এবং যে সকল অন্বেষী ধর্মবিশ্বাসের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করে না ও পিতৃগণের নির্দেশগুলো [ঝ] অমান্য করে না, তাদের কাছে নিজেকে দান করেন। [৬] তখন বিধান-সম্ভ্রম কীর্তিত, নবীদের অনুগ্রহ স্বীকৃত, সুসমাচারের বিশ্বাস দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রৈরিতিক পরম্পরাগত শিক্ষা সংরক্ষিত হয়। তখন মণ্ডলীর অনুগ্রহ আনন্দে মেতে ওঠে [ঞ]।

[৭] আপনি এ অনুগ্রহ তুচ্ছ না করলে তবে সেই সবকিছু জানতে পারবেন যা বাণী তাঁর নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁর সময় মত প্রচার করেন। [৮] বাণীর ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে আমরা ঠিক একথা সযত্নে প্রকাশ করতেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের কাছে যা প্রকাশিত হয়েছে সে কথার প্রতি প্রেমগুণেই আমরা তার সঙ্গে আপনাদের সহভাগী করছি।

(ক) বচনটি মাংস-হওয়া-বাণী খ্রীষ্টের দিকে, আবার খ্রীষ্টের বাণীরও দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।
(খ) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।
(গ) যোহন ২০:২৭ দ্রঃ।
(ঘ) ১ তিমথি ৩:১৬।
(ঙ) যোহন ১·১; ১ যোহন ২:১৩-১৪ দ্রঃ।
(চ) প্রত্যা ১:৮ দ্রঃ।
(ছ) প্রত্যা ২১:৫। পবিত্রজন বলতে খ্রীষ্টে দীক্ষিত যারা তাদেরই বোঝায়।
(জ) 'আজ': সাম ২:৭-এ ঈশ্বর বলেন 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম'; এবাণী ভিত্তি ক'রে লেখকের ধারণা এরূপ: 'আজ' বলতে চিরকাল বোঝায় যেহেতু অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের 'আজ'-এর আদিও নেই অন্তও নেই।
(ঝ) 'পিতৃগণের নির্দেশগুলো' হল মণ্ডলীর সেই পরম্পরাগত বিশ্বাস-নিয়ম যা পালন করে মণ্ডলীভুক্তগণ নির্ভুল ও প্রকৃত বিশ্বাস রক্ষা করতে পারে।
(ঞ) লেখক সুন্দরভাবে প্রাক্তন সন্ধি থেকে নব সন্ধি পর্যন্ত ঐশপ্রকাশের ধারাবাহিক অগ্রগতি ব্যক্ত করতে পেরেছেন।

১২। আপনারা এ সমস্ত তত্ত্ব পালন ক'রে সদিচ্ছার সঙ্গে শুনলে ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত প্রেমিকদের জন্য যা ন্যস্ত করেন আপনারা সেই সবকিছু জানতে পারবেন। আপনারা সুখের পরমদেশস্বরূপ [ক] হয়ে উঠবেন এবং নিজেদের অন্তরে এমন উর্বর ও পল্লবপূর্ণ বৃক্ষ উৎপাদন করবেন যার বিভিন্ন ধরনের ফলে [খ] আপনারা বিভূষিত হবেন।
২ বস্তুতপক্ষে এই পরমদেশে জ্ঞানবৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল [গ]। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষ থেকে মৃত্যু আসে না, অবাধ্যতাই মৃত্যু ঘটায়। ৩ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা সুস্পষ্ট: আদিতে ঈশ্বর পরমদেশের মাঝখানে জ্ঞানবৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন; এতে দেখিয়েছিলেন যে, জ্ঞানের মধ্য দিয়েই জীবন প্রাপ্য। কিন্তু আদিমানুষ এ জ্ঞান পবিত্রতার সঙ্গে ব্যবহার করলেন না কাজেই সাপের প্রতারণায় নগ্ন হয়ে পড়লেন।

৪ জ্ঞান ছাড়া জীবন নেই, সত্যকার জীবন ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানও নেই—এজন্যই বৃক্ষ দু'টো কাছাকাছি হয়ে রোপিত হয়েছিল। ৫ শাস্ত্রের এ প্রবল যুক্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই প্রেরিতদূত জীবন পাবার উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান সত্যের পরিচালনা এড়ায় সেই জ্ঞান নিন্দা করে বলেছিলেন: জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে [ঘ]। ৬ যে কেউ মনে করে সত্য-জ্ঞান ছাড়া এমনকি জীবন দ্বারাই প্রমাণিত জ্ঞান ছাড়া সে সবই জানে, সে কিছুই জানে না, বরং জীবনকে ভালবাসে না বিধায় সে সেই সাপ দ্বারা প্রতারিত। কিন্তু যে কেউ সভয়ে জ্ঞানের নাগাল পেয়েছে ও জীবনের অন্বেষণ করে, সে-ই আশায় বীজ রোপণ করে ও ফললাভের অপেক্ষায় রয়েছে।

৭ জ্ঞানই হোক আপনার হৃদয় ও সযত্নে গ্রহণ করা সত্যের বাণীই হোক আপনার জীবন। ৮ এ জ্ঞানবৃক্ষ অন্তরে বহন করলে ও তার ফল আকাঙ্ক্ষা করলে আপনি সেই দানগুলি উপভোগ করবেন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সত্যই কাম্য। সাপ সেই দানগুলি স্পর্শ করে না, মায়াও সেগুলি কলুষিত করতে পারে না। সেই দানগুলি গুণে হবা দূষিত হন না বরং নির্মলা কুমারীরূপে পরিগণিতা হন [ঙ]। ৯ সেই দানগুলি দ্বারাই ঘটে পরিত্রাণের প্রকাশ, প্রেরিতদূতদের জ্ঞানের পূর্ণতা, প্রভুর পাস্কার অগ্রগতি ও সকল কালের একত্রীকরণের সাথে সাথে বিশ্বজগতের সঙ্গে সেগুলোর পুনর্মিলন। আর এভাবে পবিত্রজনদের উদ্বুদ্ধ করতে করতে সেই বাণী মেতে ওঠেন যাঁর দ্বারা পিতা গৌরবান্বিত। তাঁরই গৌরব হোক যুগ যুগান্তরে। আমেন।

(ক) আদি ২:১৫।
(খ) প্রত্যা ২২:২।
(গ) আদি ২:১৭; ৩:২২।
(ঘ) ১ করি ৮:১।
(ঙ) বচনটা একপ্রকারে ধন্যা কুমারী মারীয়াকে লক্ষ করতে পারে যিনি পিতৃগণের শিক্ষা অনুসারে নব হবা বলে বর্ণিতা। কিংবা বচনটা সেই মণ্ডলীকে লক্ষ করতে পারে কুমারী মারীয়াই যার প্রতীক।